ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

‘দুর্নীতি প্রতিরোধে দুদক পরিচালিত গণশুনানি: কার্যকরতা, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়’ শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর (FAQ)

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এ গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে?

উত্তর: গণশুনানি এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সামনে সেবাগ্রহীতা বা অংশীজন কর্তৃক সুনির্দিষ্ট সমস্যা উপস্থাপন এবং তা সমাধানকল্পে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্র তৈরি হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেবার মান উন্নয়ন এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে গণশুনানি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে দুর্নীতিমুক্ত সেবা প্রদান, সরকারি সেবায় সংক্ষুব্ধি নিরসন ব্যবস্থা এবং নাগরিক পুনর্নিবেশ (ফিডব্যাক) ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবার মানোন্নয়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গণশুনানি আয়োজনে এক অফিস আদেশ জারি করা হয় (১ জুন ২০১৪)। এর আলোকে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) গণশুনানির ওপর গুরুত্বারোপ করছে। ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত দুদক টিআইবি ও দুপ্রকের সহযোগিতায় ৩৫টি গণশুনানির আয়োজন করে। আয়োজিত গণশুনানিগুলো হয়রানিবিহীন ও দুর্নীতিমুক্ত সেবা প্রদানে কতটুকু কার্যকর ভূমিকা রাখছে সে বিষয়ে কোনো মূল্যায়ন হয় নি। এ প্রেক্ষাপটে দুদক পরিচালিত গণশুনানির কার্যকরতা ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণে টিআইবি এই গবেষণা হাতে নিয়েছে।

প্রশ্ন ২: এ গবেষণার উদ্দেশ ও পরিধি কী?

উত্তর: এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো সেবাখাতে দুর্নীতি প্রতিরোধে দুদক পরিচালিত গণশুনানির ভূমিকা পর্যালোচনা। এই গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলো:

১. হয়রানিবিহীন ও দুর্নীতি সংক্রান্ত সংক্ষোভ নিরসনে গণশুনানির কার্যকরতা পর্যবেক্ষণ করা;

২. অভিযোগ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে গণশুনানির প্রভাব তুলে ধরা;

৩. গণশুনানি কার্যক্রম আয়োজন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা;

৪. গণশুনানির কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

গণশুনানি অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ছয় মাস অতিবাহিত হয়েছে এমন গণশুনানি গবেষণার জন্য বিবেচনা করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ডিসেম্বর ২০১৪ - জুন ২০১৬ পর্যন্ত মোট ১৭টি গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। তবে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা, নড়াইল সদর, রাজশাহীর চারঘাট, পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়ায় - এই চারটি স্থানে অনুষ্ঠিত শুনানির অভিযোগকারী সংক্রান্ত পর্যাপ্ত তথ্য (নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর ইত্যাদি) না থাকায় জরিপভুক্ত করা যায় নি। এমতাবস্থায়, চূড়ান্তভাবে গবেষণা উপযোগী গণশুনানির সংখ্যা ১৩টি।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পদ্ধতি কী?

উত্তর: এটি একটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গুণগত ও পরিমাণগত উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্যের উৎস হিসেবে পত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। পরোক্ষ উৎস যেমন - প্রাসঙ্গিক বই, প্রবন্ধ, গবেষণা ও প্রকাশিত প্রতিবেদন, নথি ও গণশুনানির কার্যবিবরণী পর্যালোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের অংশ হিসেবে দু'টি প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে গণশুনানিতে অভিযোগকারী, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়েছে। এছাড়া মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে গণশুনানি আয়োজন ও বাস্তবায়নে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের, যেমন- জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, দুদকের কমিশনার ও কর্মকর্তাবৃন্দ (ঢাকা ও মাঠ পর্যায়ের), জেলা ও উপজেলার ‘দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি’

(দুপ্রক) প্রতিনিধি, 'সচেতন নাগরিক কমিটি' (সনাক) প্রতিনিধি, অর্থায়নকারী সংস্থার প্রতিনিধির (বিশ্বব্যাংক) সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৪: এ গবেষণার সময়কাল কী?

উত্তর: ডিসেম্বর ২০১৬ - আগস্ট ২০১৭ সময়ের মধ্যে এই গবেষণা কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদন প্রণীত হয়েছে।

প্রশ ৫: এ গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে টিআইবি'র সার্বিক পর্যবেক্ষণ কি?

উত্তর: সার্বিকভাবে বলা যায়, গণশুনানির মাধ্যমে সেবাপ্রদানকারী ও সেবাগ্রহণকারীদের মুখোমুখি করার মাধ্যমে জনসাধারণেকে ক্ষমতায়িত করার সুযোগ সৃষ্টি এবং একই সাথে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্র তৈরি করেছে। গণশুনানিতে উত্থাপিত অভিযোগ সমাধানকল্পে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণ লক্ষণীয়। শুনানির পর প্রায় সব প্রতিষ্ঠান সেবার মান উন্নয়নে ইতিবাচক প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করা সত্ত্বেও কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একাংশের মধ্যে সেবাপ্রদানে পেশাদারিত্বের ঘাটতি লক্ষণীয়। গণশুনানি আয়োজনে দুদক ও আয়োজক প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার (জনবল, লজিস্টিকস ও অর্থবরাদ্দ) ঘাটতি রয়েছে।

প্রশ্ন ৬: এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল সুপারিশসমূহ কী কী?

উত্তর: গবেষণার পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে টিআইবি'র পক্ষ থেকে গণশুনানিকে আরো কার্যকর করার লক্ষ্যে কতিপয় সুপারিশ প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত সুপারিশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুপারিশ নিচে উপস্থাপন করা হলো:

১. **অভিযোগ নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা:** কর্মকর্তাদের অবসর, বদলি বা অন্য কোনো কারণে যাতে অভিযোগের সমাধান বাধাগ্রস্ত না হয় সে লক্ষ্যে প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

২. **গণশুনানির জন্য বাজেট:** গণশুনানি আয়োজনের জন্য দুদকসহ স্থানীয় প্রশাসনের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দেওয়া।

৩. **অধিকতর প্রচারণা:** প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে। এ প্রচারণায় স্থানীয় এনজিও ও সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা।

৪. **অভিযোগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি:** অভিযোগকারীরা যাতে নির্ভয়ে অভিযোগ উত্থাপন করতে পারে এবং গণশুনানির পর যাতে কোনো হয়রানি ও নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকিতে না পড়ে সে লক্ষ্যে দুদক ও স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫. **প্রতিষ্ঠান/খাতভিতিক আলাদা গণশুনানি:** যে সকল খাত ও প্রতিষ্ঠানের ওপর অভিযোগের আধিক্য রয়েছে সে সকল খাত ও প্রতিষ্ঠানের ওপর পৃথক-পৃথক গণশুনানি আয়োজন করা।

৬. **সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা:** গণশুনানিতে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

৭. **অভিযোগের ফলো-আপ:** শুনানিতে উত্থাপিত অভিযোগ প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে সমাধান নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও দুদকের পক্ষ থেকে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ।

প্রশ ৭: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবি'র কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মুল্যায়ন, সকল পলিসি ডক্যুমেন্ট, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআবি'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের স্টেকহোল্ডার হিসেবে এবং 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' অনুসারে টিআইবি'র তথ্য সরবরাহের জন্যে নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। টিআইবি'র উল্লিখিত গবেষণা প্রতিবেদন সংক্রান্ত অতিরিক্ত আরও কিছু জানতে চাইতে ফোন বা ই-মেইলে মাধ্যমে তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে; ম্যানেজার, রিসোর্স অ্যান্ড ইনফরমেশন সেন্টার, ফোন: ০১৭১৩০৬৫০১৬, ই-মেইল info@ti-bangladesh.org

টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত 'দুর্নীতি প্রতিরোধে দুদক পরিচালিত গণশুনানি: কার্যকরতা, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়' শীর্ষক গবেষণাটির প্রতিবেদন ও সার-সংক্ষেপসহ অন্যান্য ডক্যুমেন্ট টিআইবি'র ওয়েবসাইটে (www.ti-bangladesh.org) প্রকাশ করা হয়। এছাড়া যে কেউ ই-মেইলে (info@ti-bangladesh.org) বা সরাসরি টিআইবি অফিস থেকে প্রতিবেদনটি সংগ্রহ করতে পারেন।